এ সাতটি ক্যাটাগরির মাধ্যমে অর্জিত অংকের সমষ্টি ১৪ এর কম হলে নিম্ন ঝুঁকি, ১৪ এর সমান বা ১৪ এর চেয়ে বেশী হলে উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করে। এরূপ ঝুঁকি মূল্যায়ন KYC Profile ফরমে দস্তখতসহ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। গ্রাহকের এরূপ বিভাজন বিশেষতঃ উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহককে প্রতি বছর পূনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের তালিকা/তথ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সহজেই এ সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে EDD গ্রহণ করতে হবে।

১. KYC Profile এ অর্থের উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নপত্র ঃ

(ক) অর্থের উৎসের ধরণঃ

☐ ব্যবসার মালিকানা ☐ উচ্চ পদস্থ নির্বাহী ☐ উত্তরাধিকার

☐ পেশাজীবি * ☐ বিনিয়োগ** ☐ অন্যান্য

নির্দেশনা ঃ (অনুচ্ছেদ-৭.১০ এর প্রশ্ন তালিকায় বর্ণিত প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে একাধিক ক্যাটাগরির প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে)

(খ) আমানতকারীর সাথে মুখোমুখি আলাপের উপর নোট ঃ

(গ) আমানতকারীর প্রোফাইলের বার্ষিক রিভিউ ঃ

প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ নাম ঃ তারিখ ঃ	২য় কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ নাম ঃ তারিখ ঃ	শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরঃ নাম ঃ তারিখ ঃ

* পেশাজীবি-ডাক্তার,উকিল,প্রকৌশলী, একাউন্টটেন্ট, চাকুরিজীবি-ইত্যাদি

** বিনিয়োগ- যে ব্যক্তি যে কোন ধরনের সম্পদ কেনা বেচা করে ঃ রিয়েল এষ্টেট সিকিউরিটিজ, শেয়ার কোম্পানী, রয়ালিটি এবং পেটেন্ট ইত্যাদি।

নোট ঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে KYC Profile ফরম প্রতি বছর আপগ্রেড করতে হবে।

২. সম্পদের উৎস নির্ণয়ে ব্যবহারের জন্য প্রশ্নপত্রঃ

ব্যবসায়ের মালিকানা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

- ব্যবসায়ের ধরণ ও বিবরণ এবং এর অপারেশন
- মালিকানার ধরণঃ ব্যক্তি মালিকানা/লিঃ কোম্পানী
- কি ধরনের কোম্পানী ?
- মালিকানার অংশ (%) ?
- আনুমানিক বিক্রয়ের পরিমাণ ?
- আনুমানিক নীট আয় ?
- আনুমানিক নীটওয়ার্থ ?
- এই ব্যবসায় থাকার সময়কাল ?
- ব্যবসাটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
- অন্য পার্টনার/মালিক আছে কি ?
- অন্য পার্টনার/মালিকের নাম ?
- অন্য পার্টনার/মালিকের অংশ (%) ?
- কর্মচারীর সংখ্যা ?
- ব্যবসার লোকেশন ?
- ব্যবসার ভৌগলিক এলাকা/ব্যাপ্তি ?
- এই ব্যবসায় নিয়োজিত পরিবারের অন্য সদস্যগণ ?
- সরকারী ছুটি/লাইসেন্স মূলে প্রাপ্ত রেভিনিউ ?

সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসাবে আহরিত সম্পদ

- প্রাপ্ত আনুতোষিকের পরিমাণ ?
- নিয়োগকারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কি করে ?
- যে পদে আসীন (প্রেসিডেন্ট/এমডি)
- কোম্পানীতে নিয়োজিত থাকার সময়কাল ?
- যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (ফাইন্যান্স/উৎপাদন)
- কোম্পানীটি প্রাইভেট অথবা পাবলিক ?
- আমানতকারীর বিগত অভিজ্ঞতা (উদাহরণ-অন্য কোম্পানীর চীফ ফাইন্যান্স অফিসার ইত্যাদি)

প্রাথমিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে

- কোন ব্যবসা থেকে এ সম্পদ আহরিত হয়েছে ?
- কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ?
- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ধরণ (যেমন-ভূমি, সিকিউরিটিপত্র, শেয়ার,কোম্পানী, ট্রাষ্ট ইত্যাদি)
- কখন প্রাপ্ত ?
- কি পরিমাণ প্রাপ্ত ?
- উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যবসা পেলে কত ভাগ (%) প্রাপ্ত ?

পেশাজীবি ঃ সম্পদের উৎস

- পেশাটি কি এবং কোন Specialization আছে কিনা ?
- সম্পদের উৎস(যেমন উকিল মামলা পরিচালনা থেকে, ডাক্তার ক্লিনিক থেকে,------)
- আয়ের হিসাব (estimated)

বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

- সম্পদ কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত (যেমন-রিয়েল এষ্টেট, শেয়ার বন্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ------)
- বর্তমানে কি কি খাতে বিনিয়োগ আছে ?
- বিনিয়োগের পরিমাণ কত ?
- কোন উল্লেখযোগ্য সরকারী লেনদেন থাকলে উল্লেখ করুন ?
- লেনদেনে আমানতকারীর ভূমিকা কি (উদাহরণ-সরাসরি বিনিয়োগ করেন বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন--)
- আনুমানিক বার্ষিক আয় মূল্য বৃদ্ধি ?
- কতদিন যাবৎ বিনিয়োগকারী হিসেবে আছেন ?

৭.১৫ অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমঃ

BFIU সার্কুলার- ১/২০১৭ তাং ১৬-০১-২০১৭ এর মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য জারীকৃত “Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form" ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৪-০২-২০১৭ তারিখে ১১০২(১২৫০) নং পত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। যা সংযোজনী-‘২’ তে দেয়া হলো।

পরিচ্ছেদ-৮

অনুচ্ছেদ-৮.১ ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধ কল্পে আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে ঃ-

(ক) সংজ্ঞা

এ সম্পর্কিত নির্দেশনা পরিপালনে বিভিন্ন দফা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্য হবে ঃ

১) **"অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)"** বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোন আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম (স্যুইফ্‌ট/অন্যবিধ) ব্যবহার করে অপর কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের (অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণ বা হস্তান্তর কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত এজেন্ট) শাখার সহায়তায় প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) অর্থ প্রদান করে।

২) **"আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer)"** বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে, যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৩) **"অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer)"** বলতে এরূপ লেনদেনকে বুঝাবে যেক্ষেত্রে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী একই দেশে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া অন্য কোন দেশে সম্পন্ন হলেও তা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৪) **"আবেদনকারী (Applicant/originator)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুরোধের সূত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান বর্ণিত অয়্যার ট্রান্সফার কার্য সম্পাদন করে।

৫) **"বেনিফিশিয়ারী (Beneficiary)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুকূলে অর্থ প্রেরণ করা হয়।

৬) **"পূর্ণাঙ্গ (Full)"** বলতে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারীর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র/নিবন্ধন পত্র/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড ইত্যাদি।

৭) **"সঠিক (Accurate)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

৮) **"অর্থবহ (Meaningful)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যা বাহ্যত বা আপাতঃ বিবেচনায় যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

খ. **ব্যাংক/অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরণের অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ**

১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার বা সমতুল্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২) অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) অন্যূন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য এবং বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনার অতিরিক্ত পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরবরাহকৃত KYC Format ব্যবহার করতে হবে।

iii) ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে (পণ্য ও সেবা ক্রয় ব্যতীত) পরিশোধ সংক্রান্ত ইন্সট্রাকশন/ বার্তায় উপরের খ (২)(i) এর অনুরূপ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

iv) যে ক্ষেত্রে একক আবেদনকারী কতৃর্ক একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে একাধিক বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে অর্থ প্রেরণের নির্দেশনা পুঞ্জীভূত করে গুচ্ছাকারে (ব্যাচ) পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

v) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনার পরিপালন বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়াও আন্তঃব্যাংক লেনদেন (অর্থাৎ যেখানে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী উভয় পক্ষই কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপরের খ (২) (i) দফায় বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন অব্যাহতিযোগ্য বিবেচিত হবে।

গ. রিপোর্টিংঃ

১) যদি অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের আবেদনকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) কিংবা সংশ্লিষ্ট বেনিফিশিয়ারী জাতিসংঘের Sanction তালিকাভূক্ত বা বাংলাদেশের Sanction তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হয় অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অর্থ মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে মর্মে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক **"সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট"** কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট/কমিটি উহা যাচাই করে অবিলম্বে মহাব্যবস্থাপক,বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করবে।

তালিকায় পাওয়া গেলে ঈইঝ সিস্টেমস্ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হিসাব খুলতে দেয় না। আইটি বিভাগ কর্তৃক গত ৩০-০৮-২০১৮ তারিখে Sanction Screeninng কার্যক্রম বাস্তবায়নের মিমিত্রেত এতদসংক্রান্ত ম্যানুয়েল অনলাইন শাখাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে

২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য কতিপয় নির্দেশকের (সন্দেহের ক্ষেত্র উক্ত তালিকার বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে) একটি তালিকা (সংযোজনী-২) দেওয়া হলো। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত নির্দেশকসহ পূর্ববর্তী গ(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীও বিবেচ্য হবে।

৩) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য একটি কার্যকর লেনদেন ্মনিটরিং ব্যবস্থা অনুসরণের বিষয়ে ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ ৯.৩ এ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ IT based Automated system প্রবর্তন করার ব্যবস্থা নেবেন।

ঘ. অন্যান্য নির্দেশনাঃ

১) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্ট নির্বাচনের পূর্বে এসব এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্টের যথাযথ যাচাই/বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে যাতে এ সমস্ত এজেন্ট/ ক্যাশ পয়েন্টের কারনে উদ্ভুত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্ট কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সমভাবে দায়ী থাকবে।

২) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখা/কর্তৃপক্ষ এজেন্টদের হালনাগাদ তালিকা (যদি থাকে) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশানুযায়ী মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত শাখা/কার্যালয়ের ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে বার্ষিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫% ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের উপর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিবরণ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত শাখা/কার্যালয়সমূহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারীর সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন ও অনুমোদনের পরেই কেবলমাত্র লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে। তবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর শুধুমাত্র cash in করা যাবে; cash out করা যাবে না। এক্ষেত্রে যথাযথ অনুমোদনের পর cash in এবং cash out দু'টোই করা যাবে।

৫) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের জন্য নিয়মিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করবে।

৬) উপরের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারী এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫ ধারা অনুসারে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে। সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর চাহিদার প্রেক্ষিতে অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

৭) ৳ ১,০০০/-(এক হাজার) বা এর নীচের অংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে KYC Requirement অব্যাহতিযোগ্য হবে।

৮) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিটি শাখার/ ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ রিপোর্টিং ব্যবস্থা সম্পৃক্ত নির্দেশাবলী পরিপালনীয় হবে।

৯) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিধানাবলী, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং প্রধান কার্যালয় কতৃর্ক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের করণীয়ঃ

১) অর্ডারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ঃ

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেদনকারীর সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে এবং এসব তথ্য লেনদেন সম্পন্ন হবার পর ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

২) ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

আন্তঃদেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে চেইন অয়্যার ট্রান্সফারের ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে কার্য সম্পাদনকালে আবেদনকারী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্ডারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ)বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি আছে কি না তা যাচাই করার জন্য একটি ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি সন্দেহজনক কি-না এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে রিপোর্টযোগ্য কি-না তা বিবেচনা করতে হবে। আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ঘাটতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক ভিত্তিতে যোগাযোগ করে বা অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করবে।অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে অর্থ পরিশোধের সময় বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতিমূলক তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.২ গোপনীয়তা রক্ষা :

সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সংবেদনশীল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.৩ লেনদেন মনিটরিং :

লেনদেন মনিটরিং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় প্রতিটি শাখাকে/ব্যাংক কে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহকের লেনদেনসমূহ মনিটর করতে হবে। লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

(১) ব্যাংকের প্রতিটি গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত ম্যানুয়েল অথবা অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করতে হবে।

(২) সকল জটিল, অস্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটরিং করতে হবে।

(৩) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ শাখায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ২(ফ)(ঈ) এ বর্ণিত কার্যক্রম (Structuring) সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণে সচেষ্ট থাকবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিএফআইইউ-১৯ সার্কুলারে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৭ এর নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির মাধ্যমে বিএফআইইউ তে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৪) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত সকল লেনদেনসমূহও বিবেচনা করতে হবে।

(৫) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজুলেশন এবং যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.৪ ঃ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) ঃ

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) প্রত্যেক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে;

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩) প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তাকে বুঝাবে;

(৪) প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার নামে ব্যাংক হিসাব রয়েছে কিনা বা কোনো লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটরিং করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত হিসাবের লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে; এবং

(৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশী সরকার বা বিদেশী এফআইইউ এর অনু.রাধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলেশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সাথে ব্যাংক হিসাব বা অন্য কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য ব্যাংক নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

পরিচ্ছেদ-৯

অনুচ্ছেদ- ৯.১ ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash TransactionReport-CTR)

বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

(১) প্রতিটি শাখা/কার্যালয়কে পূর্ববর্তী মাসের দৈনন্দিন লেনদেন পরীক্ষা কারে কোনো একটি হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরণের নগদ জমা বা উত্তোলন) পরিমাণ যদি ১০(দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তবে তা বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর বরাবরে প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবতী মাসের ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে goAML web ব্যবহার করে goAML Manual এর নির্দেশনা মোতাবেক বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করতে হবে।

(৩) ব্যাংকের কোনো শাখায় এরূপ কোনো লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে "নগদ লেনদেন রিপোর্ট যোগ্য কোনো লেনদেন নেই" মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ সকল শাখার একটি তালিকা "goAML Message Board" এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৪) শাখা হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার পূর্বে লেনদেনসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) দাখিল করতে হবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে নগদ লেনদেন রিপোর্টের সাথে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ব্যাংকের নগদ লেনদেন রিপোর্টযোগ্য সকল নগদ লেনদেন পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করবে।

(৬) সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে প্রত্যয়ন পত্র মাসিক "নগদ লেনদেন রিপোর্ট" দাখিলের সময় goAML Message Board এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৭) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না, তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথানিয়মে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৮) http://www.bb.org.bd/eservices.php ও ওয়েবলিংক হতে goAML সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Document ডাউনলোড করা যাবে।

(৯) আন্তঃব্যাংক এবং আন্তঃশাখা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

(১০) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে। সে মোতাবেক শাখা হতে প্রতি মাসের নগদ লেনদেন বিবরণী পরবর্তী মাসের ০৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন শাখায় সিটিআর যোগ্য লেনদেন না থাকলে অবশ্যই শূণ্য বিবরণী পাঠাত হবে। উল্লেখ্য, সময়মত প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়ে সচেতন থাকার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনরূপ অপারগতা/গাফিলতির জন্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(২) ধারা মোতাবেক ঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করবে।

(১১) নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (Cash Transaction Report-CTR) ফরম নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(১২) প্রত্যেক শাখায় নগদ লেনদেন রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিএফআইইউ এ দাখিলের মাস হতে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

(১৩) নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (Cash Transaction Report-CTR) ফরম ঃ

নগদ লেনদেন রিপোর্ট পুরাতন ফরম বাদ দেয়া হয়েছে কারণ goAML পদ্ধতির মাধ্যমে CTR প্রেরণের জন্য নতুন ফরম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। যা পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' অনুযায়ী নির্ভূল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ৯.২ ঃ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) :

বিএফআইইউ বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করবে :

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন।

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন।

(৩) শাখার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে (BAMLCO) লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনাপূর্বক অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৫) শাখা পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে।

(৬) সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

(৭) **সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) : ফরম** পরিশিষ্ট-'ঙ' অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৮) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.২(১) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরনে লক্ষ্যনীয় বিষয়াদির নির্দেশক (ইনডিকেটিভ) তালিকা ঃ

গ্রাহক ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের মাত্রার (TP) সংগে সংগতিহীন লেনদেনের বিষয়ে গ্রাহকের সহিত অনুসন্ধানে যদি যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবে তা সাধারণভাবে অস্বাভাবিক লেনদেন বলে বিবেচিত হবে।

"সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এরূপ লেনদেন---

(১) যা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হতে ভিন্ন ;

(২) যে লেনদেন সম্পর্কে এরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ;

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

সন্দেহজনক লেনদেন বলতে সাধারণতঃ সে সকল লেনদেনকে বুঝাবে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ ধারা-২(য) এর আওতাভূক্ত কর্মকান্ড হতে উদ্ভুত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে একজন গ্রাহকের জ্ঞাত এবং আইনসিদ্ধ আয় হতে উদ্ভূত বলে প্রতীয়মান হয় না এরূপ লেনদেন সন্দেহজনক বলে গন্য হবে।

১। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে শাখা পর্যায়ের জন্য প্রাসংগিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর জ্ঞাত আয়ের সাথে সংগতিহীন অস্বাভাবিক বৃহৎ অংকের লেনদেন;

২। গ্রাহকের সংগে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট নয় এরূপ অন্যান্য পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণের অনুরোধ;

৩। গ্রাহকের হিসাবে ছোট ছোট অংকের বহু সংখ্যক প্রতি বারে জমার অংক ক্ষুদ্র হলেও ক্রমপুঞ্জীভূত অংক বৃহৎ যাহা গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ কর্মকান্ডের সাথে সংগতিহীন;

৪। হিসাব খোলার প্রাক্কালে গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানে অপারগতা/অনীহা/গড়িমসি করা;

৫। কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শাখার সাথে প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া;

৬। গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সাথে সংগতিহীন বৃহৎ মাত্রার সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়;

৭। অনুচ্ছেদ ২.২ এ বর্ণিত মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য ৪১টি নির্দেশিকাসমূহ লক্ষণীয়।

২। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন পরিবীক্ষণে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের লক্ষ্যণীয় কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। কোন শাখার মাধ্যমে নগদ লেনদেন বা অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্সের মাত্রার আকস্মিক অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি;

২। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অন্যান্য শাখার তুলনায় অনেক কম সংখ্যক রিপোর্ট প্রাপ্তি।

অনুচ্ছেদ-৯.৩ অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি ও রিপোর্টকরণ ঃ

(১) দৈনন্দিন লেনদেন কার্যক্রমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন এবং মানিলন্ডারিং আইন ২০১২ মোতাবেক মানিলন্ডারিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এরূপ অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত হবার সংগে সংগে শাখার মনোনীত পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) স্ব-উদ্যোগে লিখিত রিপোর্ট করবেন।

(২) প্রতিটি হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করবেন। গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাংগ পরিচিতি, লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) গ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকের শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করা ও উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের জন্য আলাদা রেজিস্টারে সংরক্ষণপূর্বক নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(৩) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) এর হিসাবসমূহ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করবে।

(৪) গ্রাহক কর্তৃক ঘোষিত TP অনুযায়ী লেজারের সংশ্লিষ্ট ফলিওর উপরিভাগে লাল কালি দিয়ে সম্ভাব্য মাসিক লেনদেনের (জমা ও উত্তোলনের) সংখ্যা ও প্রতিটি লেনদেনের সর্বোচ্চ লেনদেনের অংক লিখে রাখতে হবে, যাতে লেনদেনের অবস্থা ঘোষিত TP এর সাথে সংগতিহীন কিনা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

(৫) লেনদেন পোষ্টিং এর সময় লেনদেনসমূহ গ্রাহকের ঘোষিত TP এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা মিলিয়ে দেখতে হবে।

(৬) লেনদেনের পরিমাণ গ্রাহকের ঘোষিত TP অতিক্রম করলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক মনে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে আর্থিক উৎসের বিষয় অনুসন্ধানের পর বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে TP সংশোধন (আপগ্রেড) করে নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

(৭) TP এর সাথে সংগতিহীন লেনদেন বিষয়ে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ ও অনুসন্ধানের পর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে এবং অনুসন্ধানে লেনদেন গ্রাহকের জ্ঞাত ও আইনসিদ্ধ আয় থেকে অর্জিত বলে প্রতীয়মান না হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইহা অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৮) এরূপ ক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ না করে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে গ্রাহকের বক্তব্যসহ সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কারণ উল্লেখপূর্বক এএমএল সার্কুলার নং ১৯ তারিখ ১৪-০৮-২০০৮ এর মাধ্যমে প্রেরিত STR ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে (পরিচ্ছেদ ১১ এর পরিশিষ্ট-ঙ মোতাবেক এবং হিসাব খোলার ফরম (যাবতীয় ডকুমেন্টসহ), KYC Profile Form, Transaction Profile, ন্যূনতম বিগত এক বছরের হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনে উল্লেখিত লেনদেনের তথ্যানুযায়ী Supporting Voucher সহ প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ রিপোর্ট করবেন।

(৯) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক কোন লেনদেন না থাকলেও তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

(১০) শাখা সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করবে। এ বিষয়ে কোন তথ্য না থাকলে একটি শূন্য প্রতিবেদন আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করবে।

১১) পরিচ্ছেদ ২.২ ও ৯.২ এবং ২(১) এ উল্লেখিত মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় এনে শাখা সংঘটিত সকল লেনদেন নিয়মিত পর্যালোচনা করবে। বিশেষ করে এ/ডি শাখাসমূহকে পরিচ্ছেদ-২.২ এর তালিকার ক্রমিক ২১ থেকে ৩০ এ উল্লেখিত এসটিআর নির্দেশকগুলোর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে।

(১২) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হওয়ার বিষয়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন পর্যায়েই গ্রাহক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন তথ্য ফাঁস করবেন না, যাতে তদন্ত কার্যক্রম ব্যহত বা বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৯.৪ ঃ সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট (Self Assessment) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং (Independent Testing Procedures) ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং যথাযথভাবে সম্পদন করার জন্য উক্ত বিভাগটিতে এমনরূপ পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিত করতে হবে যাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

অনুচ্ছেদ- ৯.৪(১) শাখাসমূহের করণীয় :

সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট বলতে শাখা কর্তৃক নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাই করাকে বোঝাবে।

(১) প্রতিটি শাখা কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য সংযোজনী-১/বিএফাইইউ সার্কুলার-১৯ এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে।

(২) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর না হলে শাখা কর্তৃক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

(৩) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(৪) কর্পোরেট শাখা কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্যালয়ে এক কপি এবং এক কপি কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে ।

(৫) স্থানীয় মূখ্য কার্যালয় কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ-২ এ এক কপি এবং এক কপি কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে ।

অনুচ্ছেদ-৯.৪(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের করণীয় ঃ

ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং বলতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯

(১) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে । তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচীর অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০% শাখায় পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **"গ"**) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

(২) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখাসমূহের রেটিং সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৩) **বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়** কর্তৃক কর্পোরেট শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৪) **প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ** কর্তৃক স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৫) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়নে যাতে অত্র ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে কোন লেনদেন হতে না পারে বা কোন সন্ত্রাসী যাতে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে না পারে তার জন্য শাখাসমূহকে সদা সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শাখা পরিদর্শন নিরীক্ষাকালে পরিদর্শক দল কর্তৃক এ ধরনের কোন তথ্য পাওয়া গেলে সে সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.৪(৩) নিরীক্ষকের পরীক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ ঃ

১. হিসাব খোলার ফরমের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা ?

২. হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের ঠিক পরিচিতিমূলক সকল তথ্য ও কাগজপত্র নেয়া হয়েছে কিনা ?

৩. গ্রাহক ও পরিচয়কারীর ঠিকানার সঠিকতা যাচাই এর জন্য উভয়কে ধন্যবাদপত্র প্রেরণ/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংরক্ষণ/সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা ?

৪. Transaction Profile নেয়া হয়েছে কিনা এবং হিসাবের লেনদেন উহার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয় কিনা ?

৫. KYC Profile অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকের হিসাবের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় কিনা ?

৬. সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেন হলে যথানিয়মে রিপোর্ট করা হয় কিনা ?

৭. সকল রিপোর্ট যথানিয়মে তদন্ত, প্রেরণ, সংরক্ষণ করা হয় কিনা ?

৮. শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে কিনা ?

৯. AML ও CFT সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বশেষ সার্কুলার বিধি-বিধান সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করা হয় কিনা ?

১০. AML ও CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণের রেকর্ড যথানিয়মে সংরক্ষিত হয় কিনা ?

১১. ভাসমান গ্রাহকের তথ্য যথারীতি সংরক্ষণ করা হয় কিনা ?

১২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত ১৩(তের) টি নথি সংরক্ষণসহ এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্র নথিভূক্ত করা হয় কিনা ?

অনুচ্ছেদ-৯.৫ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) করণীয় ঃ

(১) ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা।

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর)।

(গ) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরণের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

(২) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শন বা আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এর মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.৬ অন্যান্য ঃ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ কর্তৃক ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৯ এ বর্ণিত সকল নির্দেশনা এবং নিম্নবর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনা বলবৎ থাকবে ঃ

সার্কুলার /সার্কুলার লেটার নং	জারীর তারিখ	বিষয়
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০১	৩০ জানুয়ারি, ২০১২	বিএফআইইউ নামকরণ প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৭	১৪ জুলাই, ২০১৩	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৬	৮ ডিসেম্বর, ২০১৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনী জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০১	১৬ জানুয়ারি, ২০১৭	অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৩	৩০ জানুয়ারি, ২০১৭	বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০১ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

(২) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট (AML/CFT) কার্যক্রম পরিচালনাকালে কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা মনে হলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবশ্যিকভাবে বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ অনুসরন করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিভিন্ন নির্দেশনা এবং সিসিসি কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত পত্র পরিপত্রসমূহের নির্দেশনা আলোচ্য ম্যানুয়েল এ প্রতিস্থাপন করতে হবে/গণ্য হবে।

পরিচ্ছেদ-১০.০০

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের কাজ তদারকীকরণ প্রসংগে আঞ্চলিক পরীবিক্ষণ কমিটির কাজ।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২, ২০০৯ ও ২০১২ তদ্‌সূত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর মনযোগী হওয়ার লক্ষ্যে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপলিত হচ্ছে কিনা তা তদারকীর সুবিধার্থে আঞ্চলিক পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

পরিবীক্ষন কমিটি ঃ

০১। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি

০২। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য

০৩। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঃ সদস্য সচিব

পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের ন্যূনতম ৩(তিন) টি শাখা পরিদর্শনপূর্বক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন/বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ছক-"ক'তে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপর সরেজমিনে পর্যবেক্ষন/যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (পরিদর্শনকৃত প্রতিটি শাখার আলাদা প্রতিবেদন) পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

শাখা পর্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর বিধানাবলী এবং তদসুত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন বিষয়ক প্রতিবেদন। ছক-ক

ক্রমিক নং	শাখা পর্যায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক নিম্নোক্ত ফাইল যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা-	কমিটির মতামত
(১) নথি/রেকর্ড সংরক্ষণ	অত্র ম্যানুয়েল এর ৭.০৪ (খ) অনুযায়ী শাখায় AML ও CFT সংক্রান্ত ১৩টি নথি বা ফাইল সংরক্ষণ	
(২) হিসাব খোলা সংক্রান্ত	(ক) শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম/KYC/TP/KYC Profile form ব্যবহার । (খ) গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তন/লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি/ব্যবসার প্রসার/পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তবতা/ যৌক্তিকতার আলোকে শাখা কর্তৃক KYC/TP আপগ্রেডকরণ। (গ) ঝুঁকি ভিত্তিতে গ্রাহকের শ্রেণীকরণ, উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের জন্য আলাদা রেজিষ্টারে তালিকা সংরক্ষণপূর্বক নিবিড় পর্যবেক্ষণ।	
(৩) নগদ লেনদেন (CTR) প্রতিবেদন সংক্রান্ত	১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকার নগদ লেনদেন হওয়া (একদিনে একই হিসাবে এক বা একাধিক নগদ জমার পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকা অথবা নগদ উত্তোলনের পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকা হলে) সকল হিসাবের CTR শাখা কর্তৃক প্রেরণ। (খ) যথাসময়ে এবং যথানিয়মে CTR এর সকল তথ্য পূরণপূর্বক সিটিআরকরণ (সূত্র নং প্রকা/শানিব্যউবি-১ (১১৯)/২০১৩-২০১৪/৮২৩(১২০০) তারিখ ঃ ২০-১১-২০১৩ অনুসরণপূর্বক) (গ) অঞ্চলাধীন সকল শাখার সিটিআর প্রতিবেদন (CTR যোগ্য লেনদেন না থাকলেও শুন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করে নথিতে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ।	
(৪) অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR)	(ক) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ বিষয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ তারিখের পত্র নং- সূত্রনং প্রকা/ আরএমডি১(৩০)/STR/ ২০১৭-২০১৮/১১৩৬(১২৫০) এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ বিষয়ক। (খ) CTR রিপোর্টিং এড়ানোর জন্য গ্রাহক কর্তৃক ১০.০০ লক্ষ ও তদনিম্ন সীমায় ইচ্ছাকৃতভাবে পূনঃ পূনঃ লেনদেন (Structuring) করন বিষয়ে শাখার গৃহীত কার্যক্রম	
(৫) AMLবিষয় জ্ঞান/ প্রশিক্ষণ	শাখার নাম মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ AML-বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ	
(০৬) Self Assessment সংক্রান্ত	প্রতিটি শাখা কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার নং ১৯ এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন ও এর ভিত্তিতে স্বনির্ধারণী (Self Assessment) পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় প্রতিবেদন তৈরী এবং তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা? প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকলে আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রেরণের সূত্র নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল শাখার Self Assessment প্রতিবেদন একসাথে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণের নির্দেশ রয়েছে)।	
(৭)Independent Testing Procedure প্রতিবেদন	(ক) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্তৃক কতটি শাখার নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং কতটি শাখায় Independent Testing Procedure প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে ? (খ) Independent Testing Procedure সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখিত স্কোর অনুযায়ী রেটিং। শাখার নাম প্রাপ্ত স্কোর রেটিং (গ) রেটিং/মান কাংখিত পর্যায়ে না হলে রেটিং উন্নয়নে পরিবীক্ষণ কমিটির নির্দেশনা/সুপারিশ	
(৮) পরিবীক্ষণ কমিটির সার্বিক মন্তব্য	পরিদর্শিত শাখাসমূহের AML বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যালোচনাপূর্বক পরিবীক্ষণ কমিটির সার্বিক মন্তব্য	

পরিচ্ছেদ-১১

(১) সংযোজনী - ' ১' বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে।

(২) AML & CFT QUESTIONNAIRE FOR CORESPONDENT RELATIONSHIP সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-'ক'

(৩) শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় সংযুক্তি-'১' এর পরিশিষ্ট-'খ'

(৪) Independent Testing Procedures সংযুক্তি-'১' এর পরিশিষ্ট-'গ'

(৫) সংযোজনী- ২ "Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/ ২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫)এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে ।

(৬) সংযোজনী-৩ ঃ প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) ।

(৭) পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৮) পরিশিষ্ট-'ঙ' SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

----ooo---